যুগান্তর

তারিখ 04 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

প্রযুক্তি গ্রন্থবর্ষ

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রবিবার ঢাকা বই মেলা উদ্বোধন করিয়া নূতন বৎসরকে প্রযুক্তি গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করিয়াছেন। বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ বলিয়াই এই ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। আমরা তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মতোই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি লাভ করিতে পারি নাই। উহার অনেক কারণ রহিয়াছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও উপরিকাঠামোর কোনটাই আমরা এখনও পুরাপুরি গড়িয়া তুলিতে ব্যর্থ হইয়াছি। ফলে এই যুগের ছাত্রছাত্রী এবং প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা ও ব্যবহারকারীদের আশা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। বস্তুত এই ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতিকে আশাব্যঞ্জক বলিয়া দাবি করিবার কোন অবকাশ নাই। বর্তমান যুগের সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে তাই প্রযুক্তির উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হইবে। অন্যথায় আমাদের পশ্চাৎপদতা অব্যাহতই থাকিবে। এই কথা ঠিক যে, আমরা এই মুহূর্তে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির সহিত পাল্লা দিতে পারিব না, প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হইব না। কিন্তু যদি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা এখন যথাযথ গুরুত্ব সহকারে অগ্রসর হইবার পদক্ষেপ গ্রহণ করি তাহা হইলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে পারিব এবং হয়তো উন্নত দেশগুলির কাছাকাছি পৌঁছানো দুরূহ হইবে না। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু আলোচনা হইলেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে নাই। অথচ আমাদের তরুণদের মধ্যে প্রযুক্তি সম্পর্কিত শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ প্রবল। দেশে বুয়েট-বিআইটিসহ যেই কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তিগত পাঠদানের ব্যবস্থা আছে সেইগুলি যথাযথভাবে উন্নত করা হয় নাই। কম্পিউটার প্রযুক্তির কথাও এই প্রসঙ্গে বলা উচিত। এই বিষয়টি শিক্ষার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু সেই ব্যবস্থাও অপ্রতুল। প্রযুক্তিগত শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হইল পুস্তকের অভাব। প্রযুক্তিগত শিক্ষাদানের জন্য এখন পর্যন্ত পুস্তক নাই; ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই সমস্যা হইতেছে। এই কারণে দেশে পর্যাপ্তসংখ্যক প্রযুক্তি বিষয়ক পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা প্রয়োজন। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী দ্বাদশ ঢাকা বই মেলায় নূতন বৎসরকে প্রযুক্তি গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করিয়াছেন। এইবারের মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল শান্তি ও উন্নয়নের জন্য বই। এই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত আলোকিত ব্যক্তিরা যদি পুস্তক পাঠে আরও নিবিষ্ট হন এবং অধীত বিদ্যা ও অর্জিত জ্ঞান যদি সমাজে প্রয়োগ করেন তাহা হইলেই উহা হইয়া উঠিবে শান্তি এবং উন্নয়নের পাথেয়। আর সেই কারণেই প্রযুক্তি সংক্রান্ত পুস্তক, রচনা প্রকাশনা এবং উহা পাঠকের হাতে তুলিয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বই মেলায় কিংবা বিভিন্ন দিবসে প্রতিপাদ্য বিষয় কিংবা লক্ষ্য নির্ধারণ যত সহজ, কাজগুলি ততটা নহে। উহার জন্য প্রয়োজন নিয়মিত তদারকি। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত বই মেলাগুলিতে বিভিন্ন প্রতিপাদ্য বিষয় ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হইয়াছে; কিন্তু উহার পর আর এই সম্পর্কে কোন খোঁজখবর লওয়া হয় নাই। ফলে নির্ধারিত ক্ষেত্রগুলিতে কোন অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে কিনা তাহা কাহারও পক্ষে জানা কিংবা বলা সম্ভব নহে। এই অবস্থায় আমাদের সুপারিশ, নূতন বৎসরে প্রযুক্তি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহার কতটুকু ঘটিবে সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। দেশে প্রতি বৎসর সরকারি উদ্যোগে প্রধান দুইটি বই মেলা আয়োজন করা হয় এবং পহেলা ফেব্রুয়ারি হইতে বাংলা একাডেমী বই মেলা। তবে আমরা মনে করি, কেবল ঢাকাতেই নহে দেশের সর্বত্র এমনকি উপজেলা পর্যায়েও প্রতি বৎসর বই মেলা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। আমরা এই ব্যাপারে সরকারের সচেতনতা প্রত্যাশা করি।